সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা - সউবাক

প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোটারদের ক্ষমতায়ন

- **উদ্যোগী কর্মকর্তার নাম: মোঃ শেখ তানভীর জামান**
- **পদবি: উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা**
- **কর্মস্থল: উপজেলা নির্বাচন অফিস, অভয়নগর, যশোর**

১. গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification)
(সমস্যার কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করুন)

বর্তমানে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের জন্য আবেদন করার পর আবেদনকারীগণ জানতে পারেন না যে তাঁদের আবেদনটি কোন ক্যাটাগরিতে (ক১, ক, খ১, খ, গ১, গ, ঘ) বিবেচনাধীন রয়েছে অর্থাৎ আবেদনটি উপজেলা/ জেলা/ আঞ্চলিক/ সচিবালয় এ কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার বিবেচনাধীন রয়েছে;

পাশাপাশি, বর্তমান ঠিকানা সংশোধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সরবরাহের জন্য সরাসরি অফিসে উপস্থিত হতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং নাগরিকদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমস্যার কারণ:

I. স্বয়ংক্রিয় অনলাইন ক্যাটাগরি ট্র্যাকিং সুবিধার অভাব;

II. ঠিকানা সংশোধনের জন্য ডিজিটাল ভেরিফিকেশন মডিউলের অনুপস্থিতি।

ফলাফল:

I. আবেদনকারী অনিশ্চয়তায় থাকে

II. অফিসে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়

III. সেবার গুণগতমান ব্যাহত হয়

২. সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result)
(পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল উল্লেখ করুন)

উদ্যোগ-১:

একটি লাইভ অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা, যা আবেদন জমার পর সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরি ও আবেদনের লাইভ আপডেট যেকোনো সময় জানাবে।

উদ্যোগ-২:

ঠিকানা সংশোধনের জন্য আবেদনকারী যেন ভেরিফায়েবল ডকুমেন্ট (যেমন: ডিজিটাল ভূমি তথ্য i.e.খতিয়ান, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ, জন্ম নিবন্ধন, ইউটিলিটি বিল, চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কিউআর কোড সম্বলিত নাগরিক সনদ, ইত্যাদি) আপলোড করে অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের প্রক্রিয়ার মত ফেস রিকোগনিশনের বর্তমান পদ্ধতিতে আবেদন করতে পারেন—এ রকম একটি ফিচার চালু করা হবে।

ফলাফল:

I. সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে

II.অফিসে ভিড় কমবে

III.স্বচ্ছতা ও নাগরিক সন্তুষ্টি বাড়বে

IV.প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

“Empowering Voters Through Technology (Digital Voter Assistance)” Piloting in Noapara Pouroshova

নওয়াপাড়া পৌরসভায় “প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোটারদের ক্ষমতায়ন (ডিজিটাল ভোটার সহায়তা)”

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

- উপজেলা নির্বাচন অফিস, অভয়নগর, যশোর, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (EC), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (ICTD)

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

- **নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, উপজেলা**

I. **এ পৌরসভা থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩০+ সংশোধন আবেদন জমা পড়ে**

II. **ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার জন্য জনগণের আগ্রহ ও সক্ষমতা রয়েছে**

III. **তথ্যপ্রযুক্তির উপকরণের সহজলভ্যতা রয়েছে**

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

- **শুরু: জুলাই, ২০২৫**
- **শেষ:সেপ্টেম্বর, ২০২৫**

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

I. **উপকারভোগী: প্রতি মাসে গড়ে ৭০০ জন**

II. **প্রত্যক্ষভাবে ২০০০ নাগরিক উপকৃত হবে (৩ মাসে)**

III. **প্রস্তাবিত আর্থিক সাশ্রয়: প্রায় ৭ লাখ টাকা (প্রিন্টিং, ট্রান্সপোর্ট, সময়, ইত্যাদি)**

IV. **জনগণের হাতের মুঠোয় সরকারি সেবা প্রদানের বর্তমান সরকারের লক্ষ্য অর্জন**

৪. পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে? (Stakeholder Analysis & their Management)

I. ইউআইএসসি (Union Information Service Center): জনগণকে সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান

II. আইসিটি বিভাগ: সফটওয়্যার উন্নয়ন ও নিরাপত্তা;

III. উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি;

IV. স্কাউট ও ধর্মীয় উপসানালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ: প্রচার ও নাগরিক সহযোগিতা

V. NID সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণ: সিস্টেম হ্যান্ডলিং ও ভেরিফিকেশন

৫. পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে? (Resource Mobilization)

▨ আর্থিক সম্পদ (Financial Resources)

যেহেতু প্রকল্পটি কোনো আর্থিক সহায়তা ছাড়াই বাস্তবায়িত হবে, তাই এই অংশে ব্যক্তিগত/অফিসিয়াল উদ্যোগে কম খরচে বিকল্প ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। যেমন: – অফিস প্রিন্টার, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ব্যবহার – বিনামূল্যে প্রচার (ফেসবুক, স্বেচ্ছাসেবক)

খরচ নিয়ন্ত্রণে রেখে কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা

▨ মানব সম্পদ (Human Resources)

– উপজেলা নির্বাচন অফিসার প্রধান বাস্তবায়নকারী – অফিস সহকারী বা ডাটা এন্ট্রি অপারেটর প্রযুক্তি সহায়ক হিসেবে কাজ করবেন – প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক (যুব সমাজ) সংযুক্ত

কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ করা

▨ প্রযুক্তিগত সম্পদ (Technological Resources)

– কম্পিউটার / ল্যাপটপ – ইন্টারনেট সংযোগ – ফেস রিকগনিশন সফটওয়্যার বা অ্যাপ – স্ক্যানার / ক্যামেরা – অনলাইন ফর্ম ডিজাইন টুল

সিস্টেম অটোমেশন, আবেদন যাচাই, ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য

▨ ভৌত অবকাঠামো (Infrastructure)

– অফিসে নির্ধারিত একটি ডেস্ক / হেল্পডেস্ক – ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) ব্যবহারযোগ্য – নোটিশ বোর্ড ও ব্যানার ঝুলানোর স্থান

নাগরিক সহায়তার জন্য স্থায়ী ও দৃশ্যমান কাঠামো গড়ে তোলা

▨ ক্ষমতা উন্নয়ন (Capacity Building)

– উপজেলা অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণ (নিজস্ব উদ্যোগে) – প্রয়োজন হলে স্থানীয় একটি মক/ডেমো সেশন আয়োজন – অনলাইন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি ও প্রচার

ডিজিটাল পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

▨ নীতি ও শাসন কাঠামো (Policy & Governance)

– নির্বাচন কমিশনের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়া চালু – ডেটা প্রাইভেসি এবং সাইবার নিরাপত্তা নীতির অনুসরণ – নির্ধারিত ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের নীতিমালা অনুসরণ

স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

৬. সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম

(Details of Activities)

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের নির্ধারিত তারিখ	সমন্বয়ের বিষয় / মন্তব্য
১	সংশোধন আবেদনের ধাপসমূহ লিপিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	সপ্তাহ ১ (দিন ১–৭)	কর্মচারীদের সঙ্গে সভার মাধ্যমে কার্যপ্রবাহ চিহ্নিত
২	আবেদন ট্র্যাকিংয়ের জন্য প্রাথমিক ফরমেট ডিজাইন	“	সপ্তাহ ২	ম্যানুয়ালি বা এক্সেলে একটি ট্র্যাকিং টেমপ্লেট তৈরি
৩	সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের (ডেটা এন্ট্রি অপারেটর) দায়িত্ব ভাগ	“	সপ্তাহ ৩	স্ট্যাটাস আপডেটের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া
৪	নির্দিষ্ট স্ট্যাটাস ক্যাটাগরি তৈরি (যেমন: যাচাই, অপেক্ষমাণ)	“	সপ্তাহ ৪	প্রতিটি আবেদন একটি স্ট্যাটাসে থাকতে হবে—এই কাঠামো নিশ্চিত করা
৫	আবেদনের স্ট্যাটাস নিয়মিত হালনাগাদ করার রুটিন চালু	“	সপ্তাহ ৫–৬	প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে ২ দিন স্ট্যাটাস আপডেট করার নির্দেশনা

৬	এক্সেলে বা Google Sheet-এ আবেদনকারীদের ট্র্যাকিং তথ্য সংরক্ষণ	“	সপ্তাহ ৭–৮	নির্ধারিত ফরমেটে ডেটাবেইস আপডেট শুরু
৭	আবেদনকারীদের মোবাইল নম্বর দিয়ে এসএমএস পাঠানো (ম্যানুয়ালি বা অটো)	“	সপ্তাহ ৯–১০	পেন্ডিং থাকলে তথ্য জানানো
৮	অন্তত ১০০টি আবেদনে পাইলট সিস্টেম চালানো	“	সপ্তাহ ১১	ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা
৯	ফিডব্যাক বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি	“	সপ্তাহ ১২	এক পৃষ্ঠার সারাংশ প্রস্তুত করা

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের জন্য সময়	মন্তব্য / কেন দরকার
১	প্রকল্প শুরু, কী কী করতে হবে তা ঠিক করা	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	১ম সপ্তাহ	গোছালোভাবে কাজ শুরু করতে
২	কোন কাগজ লাগবে তা ঠিক করা	“	২য় সপ্তাহ	যেন ভুল কাগজ না জমা পড়ে
৩	অনলাইন ফর্ম তৈরি করা	“	৩য় সপ্তাহ	সবাই যেন সহজে আবেদন করতে পারে
৪	অনলাইন সিস্টেম চালু করার প্রস্তুতি	“	৪র্থ সপ্তাহ	ফর্ম কাজ করছে কি না, তা দেখতে
৫	ফর্মে ছবি এবং ফেস রিকগনিশন সিস্টেম যুক্ত করা	“	৫ম সপ্তাহ	মুখ দেখে সনাক্ত করার জন্য
৬	অফিসের লোকজন দিয়ে পরীক্ষা করা	“	৬ষ্ঠ সপ্তাহ	কোথাও ভুল হচ্ছে কি না দেখতে

৭	১০ জন সাধারণ মানুষের মাধ্যমে পরীক্ষা চালানো	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	৭ম সপ্তাহ	বাস্তবে কেমন চলছে তা দেখা
৮	কাগজপত্র যাচাই সহজ করতে প্রযুক্তি যোগ করা	“	৮ম সপ্তাহ	ভুয়া কাগজ ধরা পড়বে
৯	সবাইকে জানানো – পোস্টার, ফেসবুক ইত্যাদিতে	“	৯ম সপ্তাহ	মানুষ যেন জানে এবং ব্যবহার করে
১০	সকল মানুষের জন্য চালু – ওপেন ট্রায়াল	“	১০ম সপ্তাহ	নওয়া পাড়া পৌরসভায় চালু
১১	মানুষ কেমন সেবা পাচ্ছে তা যাচাই	“	১১তম সপ্তাহ	উন্নতির জন্য পরামর্শ নেওয়া
১২	পুরো কাজের রিপোর্ট তৈরি এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা	“	১২তম সপ্তাহ	পরবর্তীতে অন্য ইউনিয়ন গুলোতে চালু করা যাবে

প্রচার কৌশলসমূহ

- QR পোস্টার / নাগরিক সহায়তা কার্ড
- মসজিদ ও উপাসনালয়ে “ঘোষণা”
- গ্রামীণ বাজার ও হাটে “মাইকিং” এবং লিফলেট বিতরণ
- স্কুল ও কলেজে “**ঘরে ফিরে বলো বাবা-মাকে**” ক্যাম্পেইন
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে ব্যানার ও ডেমো
- স্থানীয় ফেসবুক পেইজ / গ্রুপ ব্যবহার, ফেসবুক বুস্টিং
- বৃদ্ধ ও নারী জনগোষ্ঠীর জন্য মোবাইল সহায়তা ক্যাম্প
- লোকাল রেডিও বা ক্যাবল চ্যানেলে বার্তা
- অফিস কক্ষের সামনে “ইন্টার‍্যাকটিভ বোর্ড”
- ‘আপনার ঠিকানা, আপনার অধিকার’ স্লোগান দিয়ে ক্যাম্পেইন চালানো
- যারা ইতিমধ্যে অনলাইনে ঠিকানা সংশোধন করেছেন, তাদের অভিজ্ঞতা ভিডিও বা চিত্রসহ তুলে ধরা (Success Story)।

৭. পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

(Sustainability Strategies)

I. ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন পদ্ধতি চালু (ডিজিটাল ভূমি তথ্য i.e. খতিয়ান, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ, জন্ম নিবন্ধন, ইউটিলিটি বিল, চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কিউআর কোড সম্বলিত নাগরিক সনদ, ইত্যাদি)

II. মনিটরিং: সপ্তাহিক ডেটা এনালাইসিস, রিপোর্টিং

III. রেপ্লিকেশন: সফল হলে উপজেলাভিত্তিক পর্যায়ক্রমে রোলআউট

IV. বন্ধ হওয়া রোধে: জাতীয় পরিচয়পত্র নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তিকরণ